ইউনিট ৬

বিশেষায়িত আর্থিক সংগঠন
(Specialized Financial Organisation)

ভূমিকা

ব্যবসায় এবং শিল্প ও বাণিজ্যের মূল-চালিকা শক্তি হলো অর্থ। আমাদের দেহের জন্য যেমন রক্তের প্রয়োজন, তেমনি ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য অর্থ অতি জরুরী। প্রয়োজনের সময় বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ যোগান এবং সর্বোচ্চ মুনাফাযোগ্য খাতে অর্থের বিনিয়োগের উপরই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও সুনাম নির্ভর করে। এজন্য বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতিতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই সম্ভাব্য পুঁজি ও ঋণের উৎস, বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হয়। ধারণা থাকতে স্টক এক্সচেঞ্জ সম্পর্কেও। বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ যোগান ও বিভিন্ন উৎসে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠান যতো বেশি দক্ষতা অর্জন করতে পারবে, তার ব্যবসায়ের সাফল্যও ততো বেশি হবে।

এই ইউনিট থেকে আপনি অর্থ সংস্থান, অর্থ সংস্থানের উৎসসমূহ, বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং স্টক এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পাঠ ১ অর্থসংস্থান বলতে কি বুঝায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থ সংস্থানের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

'Finance' শব্দটি ল্যাটিন 'Finis' থেকে এসেছে। যার আভিধানিক অর্থ হলো অর্থ যোগান বা সংস্থান। আমাদের দেহের জন্য যেমন রক্তের প্রয়োজন, তেমনি ব্যবসায়ের জন্যও অর্থের প্রয়োজন। তাই অর্থই ব্যবসায়ের মূল চালিকা শক্তি। অর্থ ছাড়া ব্যবসায়, শিল্প, বাণিজ্য পরিচালনার কথা চিন্তা করা যায় না।

সহজ কথায় অর্থ-সংস্থান বলতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ও সরবরাহের ব্যবস্থাকে অর্থ-সংস্থান বলে।

অর্থসংস্থানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে E. W. Walker বলেন, একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের ব্যবহার সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমকেই অর্থসংস্থান বলে (Activities of a business concern relevant to financial planning, co-ordination, control and their application are called finance")।

B. O Wheeler বলেন ব্যবসায়ে অর্থ সংস্থান বলতে ব্যবসায়ের ঐ কাজকে বুঝায় যা মূলধন তহবিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক চাহিদা পূরণ এবং সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে জড়িত (Business finance is that business activity which is concerned with the acquisition and conservation of capital funds in meeting the financial need and overall objective of business enterprise).

R. E এবং H. Baker এর মতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎসসমূহ নির্ধারণ এবং তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা ঋণের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কিত কার্যক্রমই হলো ব্যবসায়ে অর্থ সংস্থান ("Business finance is concerned with the sources of funds available to enterprises of all rises and the proper use of money or credit obtained from such sources).

উপরের সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে অর্থ ও ঋণের প্রয়োজন হয়- তার পরিমাণ নির্ধারণ, বিভিন্ন উৎস নির্ধারণ ও সংগ্রহ, এবং প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য অর্জনে সংগৃহীত অর্থের সঠিক প্রয়োগ ও সদ্ব্যবহারকে অর্থ সংস্থান বলে।

ছোট-বড় সকল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই স্থায়ী সম্পদ সংগ্রহ (যেমন ভূমি, গৃহ বা দালান, যন্ত্রপাতি) কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিক-কর্মীদের বেতন পরিশোধ এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানোর জন্যই মূলধনের দরকার হয়। মালিক বা উলোক্তাদের পক্ষে সকল মূলধন সংগ্রহ সম্ভব হয়ে উঠে না বলে বিভিন্ন উৎস থেকে তা ধার হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।

পাঠ সংক্ষেপ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে অর্থের দরকার হয়- বিভিন্ন উৎস থেকে তা সংগ্রহ এবং তা সঠিক ব্যবহারের সাথেই অর্থ সংস্থান জড়িত। সঠিক অর্থের সংস্থান ছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ঠিকমতো পরিচালনা করা যায় না। মালিক বা উদ্যোক্তাদের পক্ষে সব সময়ই প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান সম্ভব হয় না বলে ঋণ গ্রহণের দরকার হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.১

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন দিন।

১. দেহের জন্য যেমন রক্তের প্রয়োজন, ব্যবসায়ের জন্যও তেমনি কিসের প্রয়োজন?

ক. পরিকল্পনা　　খ. নিয়ন্ত্রণ

গ. উদ্যোগ　　ঘ. অর্থ

২. ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ও সঠিক ব্যবহারকে কী বলা হয?

ক. অর্থের প্রয়োজন ও ব্যবহার　　খ. অর্থসংস্থান

গ. অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়　　ঘ. অর্থের বিলিব্যবস্থা

অর্থসংস্থানের প্রকার ও উৎস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থ সংস্থানের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- অর্থসংস্থানের স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী উৎসগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

অর্থ সংস্থানের প্রকারভেদ ঃ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, কার্যধারা এবং প্রয়োজনই বলে দিবে তার কোন ধরনের উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। মেয়াদের ভিত্তিতে অর্থ ও ঋণ গ্রহণ ব্যবস্থাকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-

ক) স্বল্পমেয়াদী অর্থসংস্থান
খ) মধ্যমেয়াদী অর্থসংস্থান এবং
গ) দীর্ঘ মেয়াদী অর্থসংস্থান।

নিম্নে এগুলোকে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

ক) স্বল্পমেয়াদী অর্থ সংস্থান (Short term financing)

স্বল্প সময়ের জন্য ব্যবসায়ে যে অর্থ সরবরাহ করা হয়। তাকে স্বল্পমেয়াদী অর্থ সংস্থান বলে। সাধারণত এক বৎসর বা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য এরূপ অর্থ সংস্থান করা হয়। জরুরী প্রয়োজনে কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের জন্যও এরূপে অর্থসংস্থান করা হয়।

এরূপ অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্য হলো ব্যবসায়ের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানো। যেমন- কাঁচামাল বা পণ্য ক্রয়, মজুরি ও বেতন প্রদান, বিভিন্ন বিল পরিশোধ ইত্যাদি। মালিক মূলত নিজস্ব তহবিল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্থানীয় ঋণদাতা, সমবায় ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে স্বল্পমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করে।

ছোট-বড় সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেই এরূপ ঋণ প্রয়োজন হয়। স্বল্প মেয়াদী ঋণের ঝুঁকি কম এবং ব্যয়ও কম।

খ) মধ্যমেয়াদী অর্থ সংস্থান (Mid term financing)

মধ্যমেয়াদী অর্থ সংস্থানের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। তবে যে অর্থসংস্থান স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ বা অর্থসংস্থানের আওতায় পড়ে না, তাকে মধ্যমেয়াদী অর্থসংস্থান বলে। সাধারণতঃ এই ঋণ বা অর্থসংস্থানের মেয়াদ এক বৎসরের উর্ধ্বে এবং সর্বোচ্চ পাঁচ, সাত বা দশ বৎসরের নীচে থাকে। মালিকের নিজস্ব তহবিল, পেনশন ফাণ্ড, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, সমবায় ব্যাংক থেকে মধ্যমেয়াদী অর্থ সংস্থান করা হয়। এইরূপ অর্থসংস্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রে জামানতযুক্ত এবং পূর্বনির্ধারিত কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হয়।

গ) দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থান (Long term financing)

দীর্ঘমেয়াদের জন্য যে ঋণ বা অর্থ-সংস্থান করা হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থান বলে। কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য যে সকল স্থায়ী সম্পত্তি যেমন ভূমি, দালান, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি প্রয়োজন হয়, তা দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানের মাধ্যমে মিটানো হয়। সাধারণত এই ঋণ বা অর্থসংস্থানের মেয়াদ ১০ থেকে ২০ বৎসর বা তার বেশি হয়ে থাকে। দীর্ঘ মেয়াদী অর্থসংস্থানের উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে মালিকের নিজস্ব তহবিল। ঋণপত্র, শেয়ার বা স্টক বিক্রয়, বিনিয়োগ ব্যাংক, পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা, শিল্প ব্যাংক এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এরূপ ঋণ মূলতঃ জামানতের বিনিময়ে দেয়া হয় এবং নির্দিষ্ট কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হয়। প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্যও এরূপ ঋণ নেয়া হয়ে থাকে। এরূপ ঋণের ঝুঁকি বেশি এবং ব্যয়ও বেশি।

ব্যবসায়ে অর্থ সংস্থানের উৎসসমূহ (Sources of financing in business) :

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা থেকে শুরু করে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ঋণ এবং অর্থের প্রয়োজন হয়। আবার এই অর্থের প্রয়োজন ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও কার্যধারার উপর নির্ভরশীল। এই পাঠের শুরুতে আপনারা দেখেছেন অর্থ বা ঋণ সংগ্রহকে আমরা ৩টি মেয়াদে ভাগ করেছি। এবার আমরা প্রতিটি মেয়াদের অধীনে অর্থ সংস্থানের উৎসগুলোকে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করবো ঃ

ক) স্বল্প মেয়াদী অর্থসংস্থানের উৎস, খ) মধ্য মেয়াদী অর্থসংস্থানের উৎস এবং গ) দীর্ঘ মেয়াদী অর্থসংস্থানের উৎস।

ক) স্বল্পমেয়াদী অর্থসংস্থানের উৎস (Sources of short term financing) ঃ

এ পাঠের শুরুতেই আপনারা জেনেছেন যে, স্বল্প সময় অর্থাৎ এক বৎসর বা তার কম সময়ের জন্য যে অর্থ বা তহবিলের সংস্থান করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদী অর্থ সংস্থান বলে। স্বল্প মেয়াদী অর্থসংস্থানের উৎসগুলোকে আমরা নিম্নরূপে আলোচনা করতে পারি ঃ

১. মালিকের নিজস্ব তহবিল

এক মালিকানা ও অংশীদারী কারবারের মূলধন সংগ্রহের প্রধান উৎস হলো মালিকের নিজস্ব তহবিল। এরূপ প্রতিষ্ঠানের মালিক প্রয়োজনের আলোকে কারবারে অর্থ সংস্থান করে এবং প্রয়োজন শেষে আবার উঠিয়ে নেয়। অনেক সময় মালিক গহনাপত্র ও সম্পত্তি বিক্রি করেও এরূপ ঋণের যোগান দেয়।

২. আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব

কারবারের প্রয়োজন অর্থের সংস্থান নিজস্ব তহবিল দ্বারা পূরণে অসমর্থ হলে মালিক তার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব থেকে স্বল্প মেয়াদে ঋণ গ্রহণ করে।

৩. দেশীয় মহাজন

দেশের অভ্যন্তরে একধরনের মহাজন শ্রেণীর লোক দেখা যায়। যারা শিল্প ব্যবসা-বানিজ্য এবং কৃষি ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দান করে। তবে, এদের সুদের হার খুব বেশি হয় বলে ব্যবহার ততো ব্যাপক নয়। বিকল্প পন্থা না থাকলেই কেবল এই উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়।

৪. ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি

যৌথ মূলধনী কোম্পানির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিরা কোম্পানির সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা ছাড়াও প্রয়োজনে স্বল্প মেয়াদী অর্থসংস্থান করে থাকে।

৫. বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংকই ব্যবসায়ের স্বল্প মেয়াদী অর্থসংস্থানের প্রধান উৎস। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ব্যবসায়ীদের ধার, নগদ ঋণ এবং জমাতিরিক্ত ঋণের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী অর্থসংস্থান করে থাকে।

৬. সমবায় ব্যাংক

সমবায় ব্যাংকসমূহ তার সদস্যদের ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পে এবং কৃষি ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী অর্থসংস্থান করে থাকে।

৭. ভূমি বন্ধকী ব্যাংক

এরূপ ব্যাংক ব্যবসায়ী ও কৃষকদের ভূমি বন্ধক রেখে বিনিময়ে তাদের স্বল্প-মেয়াদী অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে।

৮. গ্রামীণ ব্যাংক ও এনজিও প্রতিষ্ঠান

গ্রামীণ ব্যাংক এবং বিভিন্ন এন.জি.ও প্রতিষ্ঠান গ্রাম পর্যায়ের ছোট-ছোট কারবার প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প মেয়াদের ভিত্তিতে ঋণদান করে থাকে।

৯. ব্যবসায় ঋণ বা ধার সুবিধা

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ে অধিকাংশ লেনদেনই ধারে সম্পাদিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা ধারে পণ্য ক্রয় করে এবং তা বিক্রি করে মূল্য পরিশোধ করে। এই ধারে পণ্য ক্রয় ব্যবসায়ের স্বল্প মেয়াদী অর্থ সংস্থানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করে।

১০. বিল বাট্টাকরণ

ব্যবসায়ীগণ বিল বাজারে তার হুন্ডি, বিনিময় বিল এবং প্রতিজ্ঞাপত্র ইত্যাদি বাট্টকরণ করে বা মেয়াদপূর্তীর পূর্বেই বিক্রির ব্যবস্থা করে স্বল্পমেয়াদে অর্থ সংস্থান করতে পারে।

১১. বকেয়া পরিশোধে বিলম্ব

অনেক সময় ব্যবসায়ীরা চলতি ব্যয় যথাসময়ে পরিশোধ না করে কিছুদিন বিলম্বিত করে তাদের স্বল্প মেয়াদে অর্থের চাহিদা পূরণ করে।

১২. অবলেখক

অনেক সময় যৌথমূলধনী কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র অবলেখন করে স্বল্পমেয়াদী অর্থের সংস্থান করে থাকে।

১৩. সঞ্চিত তহবিল ব্যবহার

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই তার মুনাফার একটি অংশ সঞ্চয় করার চেষ্টা করে। এই সঞ্চিত তহবিল প্রয়োজনের আলোকে ব্যবহার করে স্বল্প মেয়াদী অর্থের সংস্থান করা যায়।

যে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার পছন্দ মাফিক উল্লিখিত উৎস থেকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে অর্থের প্রয়োজন মিটাতে পারে।

খ. মধ্যমেয়াদী অর্থসংস্থানের উৎসসমূহ
(Sources of medium term financing)

এ পাঠ থেকে আপনারা জেনেছেন যে এক বৎসরের বেশি কিন্তু ৫ বা ১০ বৎসরের কম সময়েরজন্য যে অর্থের সংস্থান করা হয়, তাকে মধ্য মেয়াদী অর্থসংস্থান বলে। স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী অর্থ সংস্থানের মাঝামাঝি অবস্থান করে মধ্যমেয়াদী অর্থ সংস্থান। মালিক নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ সংস্থানে ব্যর্থ হলেই বিকল্প উৎসের সন্ধান করে। বিভিন্ন উৎস থেকে মধ্যমেয়াদী অর্থসংস্থান করা যায়। নিম্নে মধ্য মেয়াদী অর্থসংস্থানের উৎসগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক
মধ্য মেয়াদী অর্থসংস্থানের প্রধান উৎস হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের আমানত জমা রাখে এবং তা থেকেই মধ্য মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। আমানত কারীরা যে কোন সময় আমানত তুলে নিতে পারে। তাই তারল্য নীতি বজায় রাখার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদান করে না। মধ্য মেয়াদী ঋণের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে।

২. শিল্প ব্যাংক ও শিল্প ঋণ সংস্থা
দেশের শিল্প ব্যাংক এবং শিল্প ঋণ সংস্থা শিল্প উন্নয়নে বিশেষ শর্তে মধ্য মেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে। এ দু'টি প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্প কারখানা স্থাপন সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ, পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও পুনর্বাসনের জন্য মধ্য মেয়াদী ঋণের যোগান দিয়ে থাকে।

৩. কৃষি ব্যাংক এবং কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
কৃষকদের নিকট থেকে জামানতের বিনিময়ে সহজ শর্তে কৃষি ব্যাংক এবং কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কৃষকের সেচ ও চাষাবাদ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য মধ্য মেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে। কিস্তিতে এদের ঋণ পরিশোধ করতে হয়।

৪. ক্ষুদ্র কুটির শিল্প সংস্থা
এই সংস্থা ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপন, সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণে সহজহ শর্তে মধ্য মেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে।

৫. বীমা কোম্পানি
বীমা কোম্পানিগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে মধ্য মেয়াদী ঋণ সরবরাহ করে থাকে। তবে বীমা কোম্পানীগুলো এক্ষেত্রে সতর্কতার নীতি অনুসরণ করে অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে মধ্য মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। তবে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানই হলো বীমা কোম্পানির প্রধান কাজ।

৬. লিজিং কোম্পানি
লিজিং কোম্পানি দেশের শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে মধ্যমেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে ইউনাইটেড লিজিং কোম্পানি এবং ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানি তাদের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুবিধাজনক শর্তে মধ্য মেয়াদী ঋণ প্রদান করে আসছে।

৭. গ্রামীণ ব্যাংক
গ্রাম পর্যায়ের দরিদ্র-অসহায় মানুষের মধ্যে ঋণদানই গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য। তথাপি ইদানিং গ্রামীণ ব্যাংক বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে প্রকল্প ভিত্তিক মধ্য মেয়াদী ঋণ প্রদান করছে।

৮. সরবরাহকারীদের ধার বা ঋণ সুবিধা
বর্তমানে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ক্রেতাদের ভাড়া ক্রয় এবং কিস্তিভিত্তিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে ধার বা ঋণ সুবিধা দিয়ে আস্ছে। বা ব্যবসায়ের মধ্য মেয়াদী অর্থসংস্থানকে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

৯. পেনশন তহবিল
মধ্যবর্তী ঋণের উৎস হিসেবে অনেক সময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বা ঋণ গ্রহীতাগণ কর্মচারীদের পেনশন তহবিল ব্যবহার করে থাকে।

১০. ইসলামী ব্যাংক

ইসলামী ব্যাংক সরাসরি মধ্য মেয়াদী ঋণ প্রদান না করলেও দেশের অভ্যন্তরে ইজারা পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ বা ভাড়া ক্রয় এবং বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানিতে ইজারা মুরাবাহ ও বাই সালাম পদ্ধতিতে অর্থের যোগান দিয়ে আসছে।

প্রয়োজন, প্রাপ্ত সুবিধা এবং ব্যয় বিবেচনা করে উপরোক্ত যে কোন উৎস থেকে ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণ তাদের মধ্যমেয়াদী অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন।

গ. দীর্ঘ মেয়াদী অর্থসংস্থানের উৎসমূহ
(Sources of long term financing)

যে সকল উৎস থেকে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য অর্থ বা ঋণ সংগ্রহ করা হয়, তাকে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থসংস্থানের উৎস বলে। দীর্ঘ মেয়াদী অর্থসংস্থানের উৎসগুলোকে আমরা নিম্নরূপে আলোচনা করতে পারিঃ

১. মালিকের নিজস্ব তহবিল

মালিকের নিজস্ব সঞ্চিত তহবিল ব্যবসায়ের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থসংস্থানের মূল উৎস। সব ধরনের (অর্থাৎ একমালিকানা, অংশীদারী, যৌথমূলধনী এবং সমবায় সমিতি) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা নেই মালিক পক্ষ প্রথমতঃ দীর্ঘ মেয়াদী অর্থের সংস্থান করে থাকে।

২. শেয়ার বিক্রি

যৌথ মূলধনী কোম্পানি এবং সমবায় সমিতি তাদের দীর্ঘ মেয়াদী মূলধন সংগ্রহের জন্য বাজারে শেয়ার বিক্রয় করে থাকে। শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানী বা সমবায় সমিতির মালিকানায় অংশ নিয়ে থাকে।

৩. ঋণপত্র বিক্রয়

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি তার দীর্ঘ মেয়াদী অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে ঋণপত্র বিক্রয় করে উক্ত অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। ঋণপত্রের ক্রেতারা কোম্পানীর মালিকানা পায় না। তবে নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকে।

৪. অবলেখক

অবলেখকরা চুক্তির মাধ্যমে নুতন কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং নিশ্চয়তা দেয়। চুক্তি মোতাবেক শেয়ার অবিক্রিত থাকলে নিজেরাই গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের অর্থের সংস্থান করে। বিনিময়ে তারা কমিশন পেয়ে থাকে।

৫. সঞ্চিতি তহবিল

যৌথ মূলধনী কোম্পানিকে তার মুনাফার একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করে সঞ্চয় তহবিল গঠন করতে হয়। এই সঞ্চিত তহবিলকে প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ মেয়াদী অর্থসংস্থানের উৎস হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

৬. শেয়ার বাজার

শেয়ার বাজার দেশের বড় বড় যৌথ মূলধনী কোম্পানি সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, ঋণপত্র, স্টক সিকিউরিটি বন্ড ইত্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে সদস্যদের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থ যোগান দিয়ে থাকে।

৭. শিল্প ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা ও বিনিয়োগ করপোরেশন

দেশের শিল্প স্থাপন, উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য শিল্প ব্যাংক, বিনিয়োগ করপোরেশন ও শিল্প ঋণ সংস্থা দীর্ঘ মেয়াদী অর্থের যোগান দিয়ে থাকে। মূলতঃ দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দানের জন্যই এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮. বন্দকী ব্যাংক

স্থায়ী সম্পত্তি বন্দক রাখার বিনিময়ে বন্ধকী বা ভূমি বন্ধকী ব্যাংক ব্যবসায়ের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থসংস্থান করে থাকে।

৯. বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান

বিনিয়োগ ব্যাংক এবং বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানের উদ্দেশ্যে গঠিত ও পরিচালিত হয়। তাই বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থের সংস্থান করা যায়।

১০. বীমা প্রতিষ্ঠান

বীমা কোম্পানিগুলো প্রিমিয়াম হিসেবে বীমা প্রহীতাদের নিকট থেকে যে অর্থ গ্রহণ করে তা বৃহদায়তন ও মুনাফার্জন ব্যবসায়ে দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগ করে থাকে।

১১. সরকারি উৎস

দেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করার জন্য সরকারি উদ্যোগে ভারী শিল্প স্থাপন এবং দক্ষভাবে তা পরিচালনার জন্য সরকারের ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট এবং অর্থ বিভাগের শিল্প শাখা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করে থাকে।

১২. সম্পত্তি বিক্রয়

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন মনে করলে ভবিষ্যতে তার অপ্রয়োজনীয় এবং কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমি, দালান, যন্ত্রপাতি বিক্রি করে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থসংস্থান করতে পারে।

১৩. ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি

যৌথ মূলধনী কোম্পানির ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিরা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থসংস্থান করে থাকে। তারা কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্রগুলো বন্ধু, আত্মীয় ও পরিচিত মহলে বিক্রির ব্যবস্থা করেই মূলতঃ অর্থ সংস্থান করে থাকে।

১৪. বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারী

অনেক সময় বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীরা তুলনামূলক সুযোগ-সুবিধা বেশি পেলে যৌথ মালিকানার (Joint renture) মাধ্যমে দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এবং দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়।

১৫. আন্তর্জাতিক সংস্থা

উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা (যেমন বিশ্বব্যাংক, আন্ত র্জাতিক অর্থ তহবিল, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ইত্যাদি) প্রচুর অর্থ দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগ করে থাকে।

১৬. বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রতিটি দেশরই বিশেষ কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান থাকে যারা জামানতের ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থ সংস্থান করে থাকে। যেমন- গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, বিনিয়োগ সংস্থা ইত্যাদি।

দীর্ঘ মেয়াদী অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে এগুলোই প্রধান প্রধান উৎস। শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের প্রয়োজনের আলোকে উপরোক্ত যেকোন বা একাধিক উৎস থেকে তার প্রয়োজনীয় দীর্ঘ মেয়াদী অর্থের সংস্থান করে থাকে।

পাঠ সংক্ষেপ

ব্যবসায়ে অর্থ ও ঋণ গ্রহণ ব্যবস্থাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- স্বল্পমেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী অর্থ সংস্থান। স্বল্প সময়ের জন্য যে অর্থের সংস্থান করা হয়, তা স্বল্প মেয়াদী অর্থ সংস্থান। অপর দিকে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদের জন্য যে অর্থের সংস্থান করা হয় তাকে যথাক্রমে মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী অর্থ সংস্থান বলে।

মেয়াদের ভিত্তিতে অর্থসংস্থানের উৎসগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- স্বল্প মেয়াদী অর্থসংস্থানের উৎস, মধ্য মেয়াদী অর্থ সংস্থানের উৎস এবং দীর্ঘ মেয়াদী অর্থসংস্থানের উৎস।

স্বল্প মেয়াদী অর্থসংস্থানের উৎসের মধ্যে রয়েছে- মালিকের নিজস্ব তহবিল, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধক থেকে ঋণ, দেশীয় মহাজন, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি, বাণিজ্যিক ব্যাংক, সমবায় ও ভূমি বন্ধকী ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক ও এনজিও ইত্যাদি। মধ্য মেয়াদী অর্থসংস্থানের প্রধান প্রধান উৎসের মধ্যে রয়েছে- বাণিজ্যিক ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক ও শিল্প-ঋণ সংস্থা, কৃষি ব্যাংক এবং কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, বীমা কোম্পানী, লিজিং কোম্পানি, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি।

দীর্ঘ মেয়াদী অর্থ সংস্থানের প্রধান-প্রধান উৎসের মধ্যে রয়েছে- মালিকের নিজস্ব তহবিল, শেয়ার ও ঋণ পত্র বিক্রি অবলেখক, সঞ্চিতি তহবিল, শেয়ার বাজার, শিল্প ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা, বিনিয়োগ করপোরেশন, বন্ধকী ব্যাংক, বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান, বীমা প্রতিষ্ঠান, সরকারি উৎস, সম্পত্তি বিক্রয় ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.২

১. মেয়াদের ভিত্তিতে ব্যবসায়ে ঋণ ও অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থাকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
   ক. ৪ ভাগে খ. ৪ ভাগে
   গ. ৫ ভাগে ঘ. কোনটিই সঠিক নয়।

২. স্বল্প মেয়াদী অর্থ ও ঋণ সংস্থানের মূল উৎস কোনটি?
   ক. মালিকের নিজস্ব তহবিল খ. দেশীয় মহাজন
   গ. বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ. বিল বাট্টাকরণ

৩. মধ্য মেয়াদী ঋণ ও অর্থসংস্থানের মূল উৎস কোনটি?
   ক. শিল্প ব্যাংক খ. বীমা কোম্পানী
   গ. বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ. পেনশন তহবিল।

৪. দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ও অর্থ সংগ্রহের জন্য যৌথ মূলধনী কোম্পানি কোথায় তাদের শেয়ার এবং ঋণ পত্র বিক্রয় করে?
   ক. ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির নিকট খ. অবলেখকদের নিকট
   গ. সরকারের নিকট ঘ. শেয়ার বাজারে।

বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাদের গঠন প্রণালী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে অর্থ ও ঋণ সংস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠন প্রণালী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বাংলাদেশের ব্যবসায় এবং শিল্প ও বাণিজ্যের স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ও অর্থের সংস্থানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ২০০২ সালের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে কর্মরত বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি তালিকা নিম্নে দেখা হলো-

ক. বিশেষায়িত ব্যাংক (Specialised Bank)

১. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
২. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
৩. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক
৪. গ্রামীণ ব্যাংক
৫. কর্মসংস্থান ব্যাংক
৬. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড
৭. বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা
৮. আনসার ভি.ডি.পি উন্নয়ন সংস্থা।
৯. ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিমিটেড।

খ. বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Specialised Financial Institution):

১. ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ;
২. বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন;
৩. বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড;
৪. বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টেমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড;
৫. সৌদী-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড;
৬. ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানি অব বাংলাদেশ;
৭. জি.এস.পি. ফাইন্যান্স কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড;
৮. ভ্যানিক বাংলাদেশ লিমিটেড;
৯. ইউ.এ.ই. বাংলাদেশ ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড;
১০. ফিনিক্স লিজিং কোম্পানি লিমিটেড;
১১. বে-লিজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড;
১২. প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (পি.এফ.আই.এল)
১৩. ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স করপোরেশন লিমিটেড;
১৪. ইন্টারন্যাশনাল লিজিং ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেড;
১৫. ওমান-বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড;
১৬. ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (আই.পি.সি.সি)
১৭. উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড;
১৮. ইউনাইটেড লিজিং কোম্পানি লিমিটেড;
১৯. ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড;

২০. পিপলস লিজিং এন্ড ফ্যাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড;

২১. ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড;

২২. ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট;

২৩. মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড;

২৪. ফাস্ট লিজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড।

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কার্যাবলী, ২০০১-২০০২।

উপরে উল্লিখিত বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

"পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক" এর পূর্ব পাকিস্তানস্থ সকল সম্পদ ও দায় নিয়ে প্রথমে গঠিত হয় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ২৭নং আদেশ বলে "বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক" প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ৫০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৩৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। সম্পর্ণ সরকারি মালিকানাধীন এই ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কৃষকদের সহজ শর্তে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ঋণ প্রদান করা ঃ

ক. কৃষি ভূমির সংস্কার ও উদ্যান উন্নয়ন;

খ. কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং গভীর নলকূপ স্থাপন;

গ. উন্নত চাষাবাদের জন্য বীজ, সার ও কীটনাশক ক্রয়;

ঘ. পশুপালন, দুগ্ধ খামার স্থাপন ও দুগ্ধ উৎপাদন;

ঙ. গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ;

চ. মৎস্য চাষ ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন ও পরিচালনা; এবং

ছ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন।

এ সকল ক্ষেত্রে সহজ শর্তে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে কৃষি ব্যাংক গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

২. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের রাজশাহী বিভাগের সকল শাখার সমুদয় সম্পদ ও দায় নিয়ে ১৯৮৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ব্যাংক রাজশাহী বিভাগর সর্বত্র কৃষির উন্নয়নসহ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সহজ শর্তে ঋণদান করে থাকে।

৩. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

বাংলাদেশের শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য ১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতির ১২৯ নং আদেশ বলে "পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক" এবং "ইকুইটি পার্টিসিপেশন ফাণ্ডে" সমন্বয়ে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ২০০ কোটি এবং পরিশোধিত মূলধন ১০২ কোটি টাকা। যার ৫১% সরকারি এবং ৪৯% বেসরকারি। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

ক. নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তাদের মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দান করা;

খ. চালু শিল্পের উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণের জন্য ঋণ প্রদান করা;

গ. আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তাদের আর্থিক, কারিগরি ও সেবামূলক বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।

এ সকল উদ্দেশ্য অর্জনে শিল্প ব্যাংক আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে ঋণদান; বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি ও যন্ত্রপাতি স্থাপনে ঋণদান; শিল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, স্থাপনা ও পরিচালনায় কারিগরি ও সেবামূলক পরামর্শ প্রদান এবং শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়ের মাধ্যমে স্থায়ী ও চলতি মূলধন সরবরাহে সাহায্য করে আস্‌ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ ত্বরান্বিত হচ্ছে।

৪. বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা

১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতির ১২৮নং আদেশ বলে "পাকিস্তান ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট ট্রস্ট করপোরেশন লিমিটেড", "ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব পাকিস্তান" এবং "ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট" সমন্বয়ে

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৬ সালে সংশোধিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইহার অনুমোদিত মূলধন ২০০ কোটি এবং পরিশোধিত মূলধন ৭০ কোটি টাকা। ইহার ৫১% সরকারি এবং ৪৯% বেসরকারি। ইহা মাঝারি এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দান করে থাকে। ইহার মূল উদ্দেশ্য হলোঃ

ক. দেশের শিল্প স্থাপন, উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণে ঋণদান করা;

খ. শিল্প স্থাপনে আর্থিক, করিগরি ও সেবামূলক পরামর্শ প্রদান করা এবং

গ. দেশের শিল্প বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।

এসকল উদ্দেশ্য অর্জনে শিল্প ঋণ সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে শিল্প স্থাপন, উন্নয়ন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

৫. বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা
Investment Corporation of Bangladesh (ICB)

১৯৭৬ সালের ১লা অক্টোবর রাষ্ট্রপতির ৪০নং আদেশ বলে বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা গঠিত হয়। ইহার অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ১০০ ও ৪৬.৬ কোটি টাকা। ইহার মূল উদ্দেশ্য হলোঃ

ক. পুঁজি বিনিয়োগের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা;

খ. পুঁজির বাজার বিকাশ ও উন্নয়ন করা;

গ. দেশের অভ্যন্তরে সঞ্চয় সংগ্রহ ও বৃদ্ধি করা;

ঘ. বিনিয়োগ ক্ষেত্রে উৎসাহ দান এবং সম্প্রসারণ;

ঙ. পুঁজির বাজার উন্নয়ন এবং

চ. শিল্প উন্নয়ন দ্বারা দেশের অর্থ বাজার ও অর্থনীতির গতি বৃদ্ধি করা

শুরু থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা ইনভেস্টমেন্ট স্কিম, ইউনিট ফাণ্ড, মিউচুয়্যাল ফাণ্ড (১ম থেকে ৮ম) ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যাপক সঞ্চয় সংগ্রহে সমর্থ্য হয়েছে।

৬. বাংলাদেশ গৃহ-নির্মণ ঋণদান সংস্থা
Bangladesh House Building Finance Corporation

১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতি ৭নং আদেশ বলে গৃহ-নির্মাণ ঋণদান সংস্থা গঠিত হয়। সর্বশেষ সংশোধনী মতে ইহার অনুমোদিত মূলধন ১১০ কোটি এবং পরিশোধিত মূলধন ৯৭.৩ কোটি টাকা। আবাসিক ভবন নির্মাণ, সংস্কার ও নির্মিত ভবনের কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্যই এই সংস্থার ঋণ গঠিত হয়েছে। ইহার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর মধ্যে রয়েছেঃ-

ক. শহর এবং শহরতলীর আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য ঋণ ও অর্থ সংস্থান করা;

খ. নির্মিত ভবনের সংস্কার ও কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য ঋণ প্রদান করা;

গ. গৃহ-সংক্রান্ত অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে ঋণ দান করা এবং

ঘ. বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা। এ সকল উদ্দেশ্য অর্জনে এই সংস্থা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দান করে থাকে।

৭. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC)

দেশ স্বাধীনের পর পুর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার সকল দায় ও সম্পদ নিয়ে এটি সম্পূর্ণ সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

ক. দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ করা;

খ. বিদ্যমান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;

গ. এই শিল্পে বিনিয়োগকৃত সম্পদের কাম্যমাত্রায় ব্যবহার নিশ্চিত করা;

ঘ. এই শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগপূর্ব উপদেশ ও পরামর্শ দান করা;

ঙ. এই শিল্পের প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরি, তদারক এবং আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের পরামর্শ দেয়া;

চ. শিল্প-নগরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা।

এসকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য এই সংস্থা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাতে কাজ করে আসছে।

৮. ব্যাংক অব স্মল ইন্ড্রাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স লিঃ
Bank of Small Industries and Commerce Ltd (BASIC)

দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ ও অর্থ যোগানের জন্য ১৯৮৮ সালের ২রা আগস্ট বেসরকারি উদ্যোগে এইব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অনমোদিত মুলধন ৫০ কোটি এবং পরিশোধিত মূলধন ৩০ কোটি টাকা। ইহার শেয়ারের ৭০% মালিকানা বি.সি.সি. ফাউন্ডেশনের এবং বাকি ৩০% সরকারের। ইহার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

ক. দেশের ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;

খ. ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ঋণ ও অর্থ যোগদান;

গ. ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে কারিগরি ও সেবামূলক পরামর্শ প্রদান করা।

এসকল উদ্দেশ্য অর্জনে এই ব্যাংক বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পন্ন করে আসছে। উল্লেখ্য, এই ব্যাংক একই সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে। তবে ইহার মোট ঋণের ৫০% ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ করে।

৯. ন্যাশনাল ক্রেডিট লিমিটেড
National Creadit Limited (NCL)

১৯৮৫ সালে সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে এই বিনিয়োগ কোম্পানিটি তার কার্যক্রম শুরু করে। ইহার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলোঃ

ক. বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ এবং আর্থিক সুবিধা প্রদান করা;

খ. দেশের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন;

গ. দেশীয় শিল্পের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;

এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ন্যাশনাল ক্রেডিট লিমিটেড কাজ করে যাচ্ছে।

১০. ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড
Industrial Development Leasing Company of Banladesh Ltd. (IDLC)

দেশী এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের অধীনে ১৯৮৫ সালের ২৩ শে মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১৫ কোটি টাকা। মূলধনের ৫৫% অংশের মালিক বাংলাদেশী শিল্প উদ্যোক্ত এবং ৪৫% অংশের মালিক বিদেশী উদ্যোক্তা। ইহার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো

ক. দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা;

খ. আমদানি পরিপূরক ও রপ্তানিমুখী শিল্প গঠন, উন্নয়ন ও ঠিকানা;

গ. এরূপ শিল্পের উৎপাদন ও উৎপাদনগুলো বৃদ্ধি;

ঘ. শিল্প ক্ষেত্রে বৈদেশিক পুঁজি গঠন; এবং

ঙ. শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

এই প্রতিষ্ঠানটি তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ক্ষুদ্র মাঝারি এবং বৃহদায়ত শিল্পে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান করে থাকে।

১১. সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিঃ
সৌদি আরব এবং বাংলাদেশে যৌথ উদ্যোগে ১৯৮৩ সালের ১৫ই মে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ইহার অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন ৬কোটি মার্কিন ডলার। যার মালিকানা দুই দেশেরই সমান সমান। ইহার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলোঃ

ক. কৃষি ও বাণিজ্যিক ভিত্তিক শিল্পের গঠন, উন্নয়ন ও বিকাশে বিনিয়োগ করা

খ. দেশে এরূপ শিল্পের বিকাশে সার্বিক পরামর্শ, সাহায্য ও সহযোগিতা করা;

গ. দেশে-বিদেশে ইহার উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্য এবং সেবা বিক্রয় করা এবং

ঘ. প্রচলিত শিল্পকারখানার আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণে ঋণ প্রদান করা ইত্যাদি।

এসকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে এই প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

১২. ইউনাইটেড লিজিং কোম্পানি লিমিটেড

United Leasing company Limited (ULC)

বেসরকারি খাতে শিল্পায়নে সহায়তার জন্য ১৯৮৯ সালের ২৭শে এপ্রিল এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। আটটি বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে এই লিজিং কোম্পানিটি গঠিত হয় যথা– এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন, শাওয়ালেস (বাংলাদেশ) লিমিটেড, ইউনাইটেড ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, ডানকান ব্রাদার্স (বাংলাদেশ) লিমিটেড, অকটাভিয়াস স্টীল এন্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড, লরিগ্রুপ পি.এল.সি এবং ন্যাশনাল ব্রোকারাস লিমিটেড। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১০০ কোটি টাকা এবং আদায়কৃত মূলধন ৭০ কোটি টাকা। ইহার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো-

ক. বেসরকারি খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, গঠন ও পরিচালনায় আর্থিক সহায়তা করা;

খ. দেশে শিল্পের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;

গ. শিল্প স্থাপন, গঠন ও পরিচালনায় সার্বিক কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা; এবং

ঘ. শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে ১৯৮৯ প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৯৪ সালের ১৬ জুন থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি দেশকে শিল্পায়নের জন্য গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

১৩. বাংলাদেশ ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

Bangladesh Finance and Investment Company Limited (BFIC)

এটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয এবং ২০০০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যক্রম শুরু করে। ইহার অনুমোদিত মূলধন ৫০০ কোটি টাকা এবং আদায়কৃত মূলধন ৫০ কোটি টাকা। ইহার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো ঃ

ক. শেয়ার ও সিকিউরিটিতে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে পুঁজির বাজারের উন্নয়ন সাধন;

খ. উৎপাদনশীল খাতের উন্নয়ন আধুনিক যন্ত্রপাতিতে অর্থ বিনিয়োগ করা;

গ. শিল্পের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সকল ক্ষেত্রে ঋণ দান করা;

ঘ. ব্যক্তিমালিকানাধীন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পরামর্শ ও সেবাদান করা;

ঙ. শিল্প সংক্রান্ত সকল প্রকাশ উপদেশ ও পরামর্শ দান করা এবং

চ. যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নে পরিবহন শিল্পে ঋণ দান করা।

এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে বাংলাদেশ ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি অত্যন্ত আস্থার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

১৪. ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ

Industrial Promotion and Development Company of Bangladesh Ltd. (IPDCB)

বাংলাদেশ সরকার এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের সাথে বিদেশী বিয়োগকারী সংস্থার মধ্যে রয়েছে কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন, জার্মান ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশনএবং দি আগাখান ফান্ড ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, ইহার অনুমোদিত মূলদন ১০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৪৫ কোটি টাকা। ইহার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো ঃ

ক. দেশকে শিল্পায়িত করা;

খ. দেশে শিল্প স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় প্রয়োজনীয় কৌশলগত দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা;

গ. শিল্প সংক্রান্ত সকল প্রকাশ পরামর্শ ও সেবা দান করা;

ঘ. দেশে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি করা;

এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে সকল বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৪টি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। এ সকল বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান থেকে যে-কোন শিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানসহ সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারে।

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশের ব্যবসায় ও শিল্প বাণিজ্যের উন্নয়ন এ পর্যন্ত ৯টি বিশেষায়িত ব্যাংক এবং ২৪টি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অপর দিকে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক থেকে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিছু সরকারি, কিছু বেসরকারি এবং কিছু সরকারি এবং বিদেশী রাষ্ট্রের যৌথ মালিকানাধীন। এসকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলোঃ

ক. দেশের পুঁজি বাজারে অর্থ যোগান ও উন্নয়ন;

খ. দেশের ব্যবসায় ও শিল্প-বাণিজ্যে অর্থযোগন ও উন্নয়ন;

গ. দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ দেয়া;

ঘ. নতুন নতুন শিল্প খাতের উন্নয়ন;

ঙ. রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়ন;

চ. শিল্পের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;

ছ. সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

এ যাবতকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত দেশের সকল বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেশের ব্যবসায়, শিল্প-বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত দক্ষতা ও আস্থার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন ঃ ৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ( ) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের ব্যবসায় ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়নে এ পর্যন্ত বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

ক. ৯টি এবং ২৪টি　　খ. ১২টি এবং ২২টি

গ. ১৯টি এবং ১৪টি　　ঘ. ২৪টি এবং ৯টি

২. রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়নের জন্য কোন ব্যাংককে ভেংগে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে?

ক. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক　　খ. গ্রামীণ ব্যাংক

গ. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক　　ঘ. কর্মসংস্থান ব্যাংক

৩. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ কিরূপে প্রতিষ্টিত হয়েছে?

ক. সম্পূর্ণ বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে　　খ. সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থ বিনিয়োগ

গ. দেশীও বিদেশী বিনিয়োগের যৌথ উদ্যোগে　　ঘ. কোনটিই সঠিক নয়।

৪. সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ এর শেয়ার মালিকানা অনুপাত কত?

ক. বাংলাদেশ ৫১ এবং সৌদি আরব ৪৯　　খ. বাংলাদেশ ৫০ এর সৌদি আরব ৫০

গ. সৌদি আরব ৫১ ও বাংলাদেশ ৪৯　　ঘ. সৌদি আরব ৫৫ এবং বাংলাদেশ ৪৫

স্টক এক্সচেঞ্জ: সংজ্ঞা, গুরুত্ব এবং ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়মাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- স্টক এক্সচেঞ্জের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- স্টক এক্সচেঞ্জের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্টক এক্সচেঞ্জের ক্রয়-বিক্রয় নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

স্টক এক্সচেঞ্জের সংজ্ঞা

শেয়ার বাজার যেকোন দেশের আর্থিক বাজারের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সহজ কথায় যে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা স্থানের মাধ্যমে দেশের পাবলিক লিমিটেড কোম্পনিগুলোর শেয়ার, ঋণপত্র এবং সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে, তাকে শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ বলে।

ব্যাপক অর্থে দেশের সকল শ্রেণীর তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার স্টক ও ঋণপত্র এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণপত্র ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় কাজে নিয়োজিত সুসংসঠিত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকেই স্টক এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার বাজার বলে।

শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। নির্ধারিত রীতি-নীতি এবং নিজস্ব আইন দ্বারা ইহা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সদস্য ছাড়া অপর কেহ স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে তার শেয়ার, ডিবেঞ্চার, স্টক ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে না। সদস্য হতে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত ফি দিয়ে আবেদন করতে হয়। আবেদন পত্রটি শেয়ার বাজারের একজন সদস্য দ্বারা প্রস্তাবিত এবং অপর একজন সদস্য দ্বারা সমর্থিত হতে হয়। অপর দিকে স্টক এক্সচেঞ্জের সকল নিয়ম-কানুন প্রত্যেক সদস্যকে মেনে চলতে হয়।

স্টক এক্সচেঞ্জের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অধ্যাপক মুখার্জী বলেন "যে সংহত বাজারে সরকারি ও বেসরকারি পাবলিক কোম্পানির শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে শেয়ার বাজার বলে।১

ডক্টর হ্যারল্ড বলেন-স্টক এক্সচেঞ্জ এমন একটি সংগঠিত আর্থিক বাজার যে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার ক্রয় এবং বিক্রয় হয় (Stock Exchanges is an orgnised financial market where share and debenture of the public compnay are bought and sold")২

অধ্যাপক শ্যাল ও হ্যালী বলেন স্টক এক্সচেঞ্জ হলো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা স্টক ক্রয় এবং বিক্রয়ের কেন্দ্রীয় স্থান হিসেবে বিবেচিত হয় (Stock Exchange is a financial institution that provides a central location for the purchase and sales of stock.)৩

উপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, স্টক এক্সচেঞ্জ হলো কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা বাজার। যাতে তালিকাভুক্ত সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ তাদের শেয়ার, স্টক, সিকিউরিটি ও ডিবেঞ্চার নিয়মিতভাবে নির্ধারিত নিয়মে পরস্পরের মধ্যে ক্রয় ও বিক্রয় করে। এক্সচেঞ্জ নিজে কখনো শেয়ার, স্টক, সিকিউরিটি ও ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয়ে অংশ নেয় না। দেশীয় পুঁজির কার্যকর আন্তঃ বিনিয়োগের মূল মাধ্যম হলো স্টক এক্সচেঞ্জ।

শেয়ার বাজারের গুরুত্ব

Importance of Stock Exchange

শেয়ার স্টক, ডিবেঞ্চার এবং সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে শেয়ার বাজার দেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। শেয়ার বাজারকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমাপক হিসেবে গণ্য করা হয়। শেয়ার বাজারের গুরুত্বকে ৪টি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা-

ক. কোম্পানির দৃষ্টিকোণ;

খ. বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টিকোণ;

গ. আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ এবং

ঘ. জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ।

নিম্নে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

ক. কোম্পানির দৃষ্টিকোণ থেকে শেয়ার বাজারের গুরুত্ব

ব্যবসায় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলো শেয়ার বাজারে তাদের শেয়ার, ঋণপত্র, স্টক, লগ্নিপত্র কেনা-বেচা করে। কোম্পানির মূলধন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা নির্ভর করে শক্তিশালী এবং কার্যকর শেয়ার বাজারের উপর। কোম্পানির দৃষ্টিকোণ থেকে শেয়ার বাজারের গুরুত্বকে আমরা নিম্নরূপে আলোচনা করতে পারি-

১. শেয়ার বাজার তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর শেয়ার, স্টক, ঋণপত্র ও লগ্নিপত্র বিক্রয় করে প্রয়োজনীয় স্থায়ী ও চলতি মূলধনের যোগান দেয়।

২. কোম্পানির শেয়ার, স্টক, ঋণপত্র এবং লগ্নিপত্রের প্রকৃত মূল্য শেয়ার বাজরের মূল্যজ্ঞাপন পত্র এবং মূল্য তালিকা থেকে জানা যায়। ফলে ভালো কোম্পানির শেয়ার, স্টক ইত্যাদি বেশি বিক্রি হয়।

৩. কোম্পানি জরুরী প্রয়োজন মনে করলে শেয়ার বাজারে তার শেয়ার, ঋণপত্র, লগ্নিপত্র বিক্রির মাধ্যমে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

৪. কোম্পানির অর্জিত মুনাফার উপর বণ্টিত লভ্যাংশ শেয়ার বাজারের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

৫. ভবিষ্যতে কোম্পানির সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রয়োজনে শেয়ার বাজারে নূতন শেয়ার বিক্রি করে সহজেই প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।

৬. শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্তির ফলে বাজারে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর গুরুত্ব ও সুনাম বৃদ্ধি পায়।

খ. বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে শেয়ার বাজারের গুরুত্ব

বিনিয়োগকারীদের কেন্দ্র করেই শেয়ার বাজারের কার্যক্রম আবর্তিত হয়। তাই ছোট বড় সকল বিনিয়োগকারীর নিকটই শেয়ার বাজারের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। নিম্নে বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে শেয়ার বাজারের গুরুত্ব আলোচনা করা হলোঃ

১. শেয়ার বাজার বিনিয়োগকারীদের সঞ্চিত অর্থের নিরাপদ বিনিয়োগ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দান করে।

২. শেয়ার বাজার বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে। ফলে লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং বিনিয়োগকারীরা ন্যায্যমূল্যে শেয়ার, ঋণপত্র, স্টক, সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে।

৩. বিনিয়োগকারীরা প্রয়োজনে তালিকাভুক্ত শেয়ার জামানত রেখে ঋণগ্রহণ করতে পারে।

৪. শেয়ার বাজারের দালাল, জবার এবং বিশেষজ্ঞদের নিকট হতে বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহন করতে পারে।

৫. বিনিয়োগকারীগণ পছন্দমত শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি হস্তান্তরের সুবিধা পায়।

৬. শেয়ার বাজারে ইস্যুকৃত লাভজনক শেয়ার, স্টক, ঋণপত্র ও সিকিউরিটিতে সদস্যদের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে বেকার যুবকগণ আর্থিক সুবিধা লাভ করতে পারে।

গ. আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে শেয়ার বাজারের গুরুত্ব

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শেয়ার বাজার নিম্নরূপ ভূমিকা পালন করে থাকেঃ

১. শেয়ার বাজার দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরে এবং ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়।

২. শেয়ার বাজার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে উৎপাদনশীল শিল্প ও বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগানের ব্যবস্থা করে।

৩. ইহা দেশের পুঁজি বাজার গঠন এবং পুঁজির কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করে।

৪. জনগণের মধ্যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ অভ্যাস গড়ে তোলে, যা জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক।

৫. শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকৃত অর্থ দেশের বেকার যুবক ও অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিজীবীদের জন্য আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে।

৬. জনগণ তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে। ফলে তাদের সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

ঘ. জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শেয়ার বাজারের গুরুত্ব

জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় জীবনে শেয়ার বাজারের গুরুত্ব অনেক। যা আমরা নিম্নরূপে আলোচনা করতে পারি-

১. শেয়ার বাজার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দর্পন এবং পরিমাপক হিসেবে কাজ করে।

২. সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, স্টক, ঋণপত্র ও লগ্নিপত্র শেয়ার বাজারের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় করে দেশের প্রয়োজনীয় মূলধন প্রাপ্তি সহজ হয়।

৩. এই বাজার থেকে প্রাপ্ত অর্থ সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যয় করতে পারে।

৪. শেয়ার বাজার থেকে সরকার প্রচুর রাজস্ব ও কর পেয়ে থাকে যা দেশের উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করা যায়।

উপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শেয়ার বাজারের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ শেয়ার বাজারের কার্যক্রমে দেশের অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত হয়। তাই বলা যায় যে, শেয়ার বাজারই হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি।

ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়মাবলী
(Rules regarding buying and selling)

শেয়ার বাজারে নির্ধারিত নিয়মাবলী মেনে শেয়ার, স্টক, ঋণপত্র এবং সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। সদস্য ছাড়া অপর কেহ এইরূপ কেনা-বেচায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লেন-দেন নি□/ত্তিতে তিনটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যা নিম্নরূপ-

১. কল-ওভার পদ্ধতি (Call-over system)

২. ট্রেডিং পোস্ট (Trading past system) এবং

৩. জবিং পদ্ধতি (Jobbing system)

নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১. কল-ওভার পদ্ধতি (Call-over system) ঃ

যে সকল স্টক এক্সচেঞ্জের আকার ছোট, তালিকাভুক্ত সদস্য সংখ্যা কম এবং সাথে সাথে লেন-দেনের সংখ্যা ও পরিমাণ কম হয়, সেখানে শেয়ার, সিকিউরিটি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় কল-ওভার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ে সদস্যগণ (Broker) ফ্লোরে উপস্থিত থাকে। একজন কর্মকর্তা সকলের উপস্থিতিতে ফ্লোরে নির্ধারিত শেয়ার সিকিউরিটি ইত্যাদির রুলিং প্রাইজ উল্লেখসহ তালিকা পাঠ করেন। যখন যে শেয়ার বা সিকিউরিটির নাম উল্লেখ করা হয়, তখন তা ক্রয়ে ইচ্ছুক সদস্য ক্রয়ের জন্য দর উল্লেখ করেন এবং বিক্রয়ে আগ্রহী সদস্য বিক্রয়ের জন্য দর প্রকাশ করেন। দুই পক্ষের মধ্যে দর কষাকষির এক পর্যায়ে যে মূল্যে উভয় পক্ষ সম্মত হয়, সে মূল্যেই লেনদেনটি সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য যে, এই পদ্ধতিতে পূর্ব দিনের শেয়ার বা সিকিউরিটির শেষ লেনদেন মূল্য অথবা সারা দিনের লেনদেনের ভরযুক্ত গড়কে রুলিং প্রাইজ হিসেবে গণ্য করা হয়।

কল-ওভার পদ্ধতিতে ফ্লোরের বাইরেও সদস্যদের মধ্যে লেনদেন হতে পারে। তবে তা যথা নিয়মে লিপিবদ্ধকরণ ও তথ্য সংরক্ষণের জন্য অবশ্যই স্টক এক্সচেঞ্জকে জানাতে হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে এই পদ্ধতিতে লেনদেন হলেও ফ্লোরের বাইরে সম্পাদিত লেনদেন গ্রহণযোগ্য নয়।

২. ট্রেডিং পোস্ট সিস্টেম (Trading past system)

যখন স্টক এক্সচেঞ্জের আকার বড় হয়, তালিকাভুক্ত সদস্য সংখ্যা বেশি এবং সাথে সাথে লেনদেনের সংখ্যা ও পরিমাণ বেশি হয়, তখন ট্রেডিং পোস্ট সিস্টেমে ক্রয়-বিক্রয় নি□/ত্তি করা হয়। এই পদ্ধতিতে শেয়ার-সিকিউরিটির ক্রয়-বিক্রয় কল-ওভার পদ্ধতির মতোই। তবে পার্থক্য হলো এই পদ্ধতিতে ফ্লোরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় এবং ফ্লোরের অংশে কোন শ্রেণীর শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় হবে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ও ঘোষিত থাকে। ফলে আগ্রহী ক্রেতা-বিক্রেতাগণ তাদের পছন্দসই শেয়ার-সিকিউরিটি নির্ধারিত ফ্লোরে এক্সচেঞ্জকে ১৯৯৭ সালের আগস্ট থেকে ফ্লোরে ৪টি কাউন্টার প্রতিষ্ঠা করে নির্দিষ্ট কোম্পানিগুলোর শেয়ার সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় করছেন।

৩. জবিং পদ্ধতি (Jobbing system) ঃ

এই পদ্ধতিতে লণ্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। লণ্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের অংশীদার সদস্য রয়েছে। যাদের অধিকাংশই ব্রোকার এবং বাকিরা জবার। উল্লেখ্য যে কিছু সদস্য রয়েছে যারা একই সাথে ব্রোকার ও জবার। ব্রোকারগণ জনসাধারণ ও অন্যান্য সদস্যদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন এবং বিনিময়ে কমিশন লাভ করেন। জবারগণ বিশেষ ধরনের সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করে এবং ফ্লোরে বসেই শেয়ার সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় করে। ফলে তারা কমিশন পায় না। তবে লাভ-ক্ষতির অংশীদার হন। ব্রোকার ও জবাব ছাড়াও কিছু সহযোগী সদস্য রয়েছে। তবে তারা অংশীদার নয়, সদস্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি। প্রত্যেক সদস্য প্রতিষ্ঠান কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্লার্ক নিয়োগ করে। এরা ফ্লোরে প্রবেশ করতে পারে এবং বিনিয়োগকারীর পক্ষে শেয়ার সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে।

বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়মাবলি

ঢাকা ও চট্টগ্রাম এক্সচেঞ্জে শুধুমাত্র সদস্য বা সদস্যদের নিযুক্ত সহযোগীরা শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সদস্য বহির্ভূত কেহ শেয়ার, সিকিউরিটি, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করতে আগ্রহী হলে সদস্যদের মাধ্যমে করতে হয়। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে চার ধরনের মার্কেটের ব্যবস্থা রয়েছে যথাঃ পাবলিক মার্কেট, ব্লক মার্কেট, স্পট মার্কেট এবং অডলট মার্কেট।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে ১০.৩০ টা থেকে ৩.৩০ পর্যন্ত লেনদেন চলে। এ সময়ে শেয়ার স্টক, ডিবেঞ্চার, সিকিউরিটির ডাক বলতে থাকে। সদস্যরা বা তাদের সহযোগীরা তাতে অংশ গ্রহণ করে। সর্বোচ্চ ডাক প্রদানকারীকে শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ইত্যাদি হস্তান্তর করা হয়। প্রতিদিন সম্পাদিত লেনদেন পরবর্তী ৫ দিনের মাঝে স্টক এক্সচেঞ্জের কিয়ারিং হাউজের মাধ্যমে নি□ত্তি করা হয়।

উল্লেখ্য যে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্চে একই পদ্ধতিতে লেনদেন সম্পাদিত হয়। তবে ১৯৯৮ সালের ১০ই আগস্ট থেকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ স্বয়ংক্রিয় অন-লাইন পদ্ধতিতে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৯৩ সালের ৮ই জুন সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয। এই কমিশন শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকাভুক্ত করে এবং তাদের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। এই সংস্থার কাজ হলো শেয়ার বাজারের সদস্যদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। স্বার্থরক্ষা করা এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করা। স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ম-বহির্ভূত লেনদেন এবং জালিয়াতি বন্ধেও এই সংস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠ সংক্ষেপ ঃ ৬.৪

দেশের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার এবং সিকিউরিটি যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাকে স্টক এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার বাজার বলে।

শেয়ার বাজারকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপক হিসেবে গণ্য করা হয়। শেয়ার বাজার, সদস্য কোম্পানিগুলোর শেয়ার সিকিউরিটি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ে সাহায্য করে, বিনিয়োগকারীদের লাভজন শেয়ার সিকিউরিটিতে বিনিয়োগে সাহায্য করে, দেশের অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

শেয়ার বাজারের সদস্যরা সরাসরি বা সহযোগীদের মাধ্যমে শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় অংশগ্রহণ করে থাকে। লেনদেন নি□ত্তিতে ৩টি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় যথাঃ কলওভার পদ্ধতি, ট্রেডিং পদ্ধতি এবং জবিং পদ্ধতি।

শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ফ্লোরে ডাক চলতে থাকে এবং সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট তা বিক্রি করা হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জকে সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনের মাধ্যমে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ( ) চিহ্ন দিন।

১. দেশের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের শেয়ার-সিকিউরিটি কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়?

ক. সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন
খ. ঢাকা শেয়ার বাজার
গ. চট্টগ্রাম শেয়ার বাজার
ঘ. স্টক এক্সচেঞ্জ

২. শেয়ার বাজারকে দেশের কিসের পরিমাপক হিসেবে গণ্য করা হয়?

ক. শেয়ার সিকিউরিটি বিক্রির
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের
গ. অর্থ বিনিয়োগের
ঘ. অর্থ আয়ের

৩. শেয়ার বাজারে কাদের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়?

ক. দেশের পাবলিক লিঃ কোং
খ. প্রাইভেট লিঃ কোং-র
গ. সদস্য প্রতিষ্ঠানের
ঘ. সমবায় সমিতির

৪. সদস্য নয় এরূপ কেহ শেয়ার সিকিউরিটি ক্রয় করতে আগ্রহী হলে কিভাবে তা ক্রয় করে?

ক. সরাসরি
খ. অন-লাইনে
গ. ফ্লোরের বাহিরে বসে
ঘ. সদস্যদের মাধ্যমে

৫. ডাক চলাকালীন সময়ে কিরূপে শেয়ার-সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় চূড়ান্ত করা হয়?

ক. উপস্থিত সদস্য আলোকে
খ. সদস্যদের আগ্রহের আলোকে
গ. সর্বোচ্চ ডাককারীর আলোকে
ঘ. জবিং পদ্ধতির আলোকে

৬. ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন কতো তারিখে প্রতিষ্ঠা করা হয়?

ক. ৮ জুন ১৯৯৩
খ. ৮ জুন ১৯৮৩
গ. ১৮ জুন ১৯৯৩
ঘ. ২৮ জুন ১৯৯৩

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. অর্থ সংস্থান বলতে কি বুঝেন? অর্থ সংস্থানের বিভিন্ন প্রকারগুলো কি কি?

২. অর্থ সংস্থানের বিভিন্ন উৎসগুলো আলোচনা করুন।

৩. বাংলাদেশের বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর নাম লিখুন।

৪. দশটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম লিখুন।

৫. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, আই,সি,বি; বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ সংস্থা এর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী লিখুন।

৬. স্টক এক্সচেঞ্জ এর সংজ্ঞা দিন। স্টকএক্সচেঞ্জের শেয়ার বাজারের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৭. স্টক এক্সচেঞ্জ শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়মাবলী আলোচনা করুন।